বিদ্যাসাগরের অনুবাদে শকুন্তলা কাহিনির নবনির্মাণ

বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' অনুবাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আলোচনা করবার সূচনাতেই একটি বিষয় মনে রাখতে হবে অনুবাদক দৃশ্যকাব্যকে প্রকাশ্যকারে রূপান্তরিত করেছেন। নাটককে রূপদেওয়া হয়েছে আখ্যান কাব্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিদ্যাসাগর শকুন্তলা নাটকটির আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। সংস্কৃত নাটকের মূলভাবটি বাঙালি পাঠক-পাঠিকার জন্য প্রাঞ্জল গদ্যে উপস্থাপনা করেছেন। সুতরাং মূল নাটকটি থেকে অনুবাদের ভিন্নতা অনিবার্য ভাবেই দেখা দিয়েছে। এবার মূল নাটক থেকে নব নির্মাণের ক্ষেত্র এবং কতটা পরিবর্তন ঘটেছে

Scanned with CamScanner

সেটি বিচার করা যেতে পারে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে সাতটি অঙ্কের কাহিনিকে বিদ্যাসাগর সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ যে নাটক তন্ময় শিল্পপ্রকরণ (Objective)। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়েই কাহিনি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। কিন্তু আখ্যান বিবৃতিতে সে সুযোগ নেই। তাই প্রয়োজনে আখ্যানকারকে কিছু কিছু স্বকীয় ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে একাধিক স্থানে ঘটনার সূত্র ও সংহতি বজায় রাখতে সূত্রধারকের ভূমিকা নিয়েছেন। তারফলে পাঠক সহজেই ঘটনার অনুক্রম অনুসরণ করতে পারেন।

প্রথমেই চরিত্র বিষয়ক প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক বিভিন্ন ভাষাভাষী চল্লিশটির বেশি চরিত্র আছে। এই চরিত্র গুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক সংস্কৃতভাষা। উচ্চশ্রেণীর কিছু চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছেন, আর স্ত্রীলোকের সর্বদাই মার্জিত প্রাকৃত ভাষায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদ মাত্র পনেরোটি চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এই চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান হল দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, অনসূয়া প্রিয়ংবদা, মাধব্য (বিদূষক), গৌতমী, শাঙ্গরব, দুর্বাসা, পুরোহিত, ধীবর, মাতলী, সর্বদমন, শারদ্বত ইত্যাদি আছেন। এছাড়াও নগরপাল, চতুরিকা (পরিচালিকা) প্রতিহারী করভক ইত্যাদি চরিত্রের স্বল্পভূমিকা আছে।

বিদ্যাসাগর মূল কাহিনির অনাবশ্যক ভার বর্জন করতে চেয়েছেন। জলীয় অংশবাদ দিয়ে দুধের সারটুকুই তুলে আনাই ছিল অনুবাদকের উদ্দেশ্য; যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গেই সেটি করতে পেরেছেন নবযুগের গদ্যশিল্পী।

এবারে মূল নাটকের অঙ্কগুলির সঙ্গে বিদ্যাসাগর পরিচ্ছেদ গুলির পার্থক্য ও ভাবঐক্যের সন্ধান করা যেতে পারে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে সূত্রধারের যে প্রস্তাবনা আছে সেটি সংগত কারণেই বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে বাদ দিয়েছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে—'অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে, দুষ্যন্ত নামে সম্রাট ছিলেন' বলেই বিদ্যাসাগর কাহিনির সূত্রপাত করেছেন।

এরপর মৃগের অনুসন্ধানে রাজার তপোবনে প্রবেশ। মূল নাটকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিদ্যাসাগর সংক্ষেপে ঘটনাটির উপস্থাপনা করেছিলেন। দুই তপস্বী রাজাকে মৃগের প্রাণবধ করতে নিষেধ করেছেন। রাজার রথের রথি সংযত করেছেন। এখানে নাটকে একটি অপূর্ব শ্লোক আছে—

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোছয়মস্মিন
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশা বিবাগ্নিঃ।
ক্ব হরিণকানাং জীবিতং চাতি লোলম
ক্ব নিশিতনিপাতা বজ্রসারা শরাস্তে।।

(এই শ্লোকটি ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—

'মৃদু এ মৃগদেহে মেরোনা শর/আগুন দেবে কে হে ফুলের পর/কোথা সে মহারাজ

Scanned with CamScanner

মৃগের প্রাণ/কোথায় যেন বাজ তোমার বাণ/ (প্রাচীণ সাহিত্য)

বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' নটাকের প্রথম অঙ্কটির যথাযথ ভাবানুবাদ করেছেন। এই পরিচ্ছদের প্রধান বিষয় শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রণয়। নাটকে যেমন এই প্রণয় বৃত্তান্তটি মহাকবি কালিদাস ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন সেই লিপি কৌশলটির সার্থকতা বজায় রেখেই বিদ্যাসাগর অন্ত বিশ্বস্তার সঙ্গে এটির অনুবাদ করেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদার হাস্যপরিহাস- যেমন-শকুন্তলে! দেখ দেখ তুমি যে নবমালিকার বনতোষিনী নাম রাখিয়াছ সে স্বয়ংবরা হইয়া, সহকারতরাকে আশ্রয় করিয়াছে।

এই অঙ্কেই ভ্রমরতাড়িত শকুন্তলার বিব্রতকর পরিস্থিতি এবং দুষ্যন্ত কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনা আছে। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত ও এই অঙ্কেই উদঘাটিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে সে সমস্ত ঘটনা যথাযথ উল্লেখ করেছেন। শকুন্তলার প্রেমাসক্তির নিদর্শন গুলি নাটকে যেমন আছে ঠিক তেমনি চিত্রিত করেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে। 'শকুন্তলা' নাটকে মহাকবি প্রথম অঙ্কেই রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার রোম্যান্টিক প্রণয়ের যে চিত্রটি অঙ্কিত করেছে, সেটি অনুসরণ করেই বিদ্যাসাগর এই বিষয়টি সার্থক ভাবে অনুবাদ করেছেন।

দ্বিতীয়অঙ্কেও বিদ্যাসাগর মূল নির্ভর অনুবাদ করেছে। নাটকে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই সুচারুরূপে বঙ্গানুবাদের মধ্যে দিয়ে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি হ'ল— (এক) বিদূষকের মৃগয়া যাত্রায় অনীহা। নানা তর্কে তিনি রাজাকে মৃগয়া থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন। অবশেষে প্রিয় বয়স্য বিদূষকের কথা মেনে নিয়ে রাজা মৃগয়া যাত্রা স্থগিত রাখেন। (দুই) শকুন্তলার রূপ বর্ণনা। শকুন্তলার প্রতি তাঁর আসক্তি-কথা বিদূষকের কাছে উজাড় করে দেন। বিদূষক রাজার এই প্রেম-জর্জর অবস্থা দেখে কৌতুকবোধ করেন এবং এ সম্পর্কে সরস মন্তব্যাদি করতে থাকেন। (তিন) এই সময় দুই ঋষি কুমার এসে তপোবনে উপদ্রবের কথা রাজাকে জানান। রাজাও এই নিশাচরদের উপদ্রব থেকে তপোবনকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হন। (চার) এই সময় করভক সংবাদ আনেন, বৃদ্ধ দেবীর চতুর্থ দিবসে ব্রত আছে। সেই সময় রাজার উপস্থিতি প্রয়োজন। রাজা তাঁর পরিবর্তে বিদূষককে রাজধানীতে পাঠিয়ে জননীর পুত্রকার্য সম্পন্ন করতে অনুরোধ করেন। (পাঁচ) এরপর রাজার মনে হয় বিদূষক চপল স্বভাব। তাই তিনি শকুন্তলা বৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ করে দিতে পারেন। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বলেন তিনি শকুন্তলা লাভে অভিলাষী হয়েছেন এমন কথা তিনি যেন মনে না করেন। তিনি যা গল্প করেছেন, সবই পরিহাস মাত্র।

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কাহিনি অংশটির অনুবাদ করেছে। তিনি বিদূষকের বদলে 'মাধব্য' নামটি ব্যবহার করেছেন। দু' একটি ক্ষেত্রে অনুবাদের নিপুণতার উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন—'বিদূষক : (বিহস্য) ২ পৃ. কসসাপি পিন্ডখজ্জু রেহি উব্বেদি অসস তিণ্ডিলী এ অহিলাষেসা ভবে। তহ ইণ্ডিযা রঅণ পরিভোইলো ভবদো ইয়ং অবভত্মনা

(যথা কল্যাণি পিন্ডখজুরৈ : উদ্বেহিতস্য তিণ্ডিল্যাম অভিলাসো ভবেৎ, তথা শ্রীরত্ন পরিভোগিনো ভবতঃ ইয়ম অভ্যর্থনা।

Scanned with CamScanner

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছেন—'যেমন পিণ্ডখর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া রসনা মিষ্ট রসে অভিভূত হইলে। তিন্তিলীভক্ষণে স্পৃহা হয়। সেইরূপ, স্ত্রীরত্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তুমি এই অভিলাষ করিতেছ।"

অন্য আর একটি বিখ্যাত উক্তির অনুবাদ—

পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ

অনুবাদ—'আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাস মাত্র; ও তুমি যেন যথার্থ ভাবিয়া একে আর করিও না।

তৃতীয় অঙ্কে অনুবাদ (তৃতীয়পরিচ্ছদ) অনুবাদ নিষ্ঠা লক্ষণীয়। এই অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মদন-পীড়িত অবস্থার বর্ণনা উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। উভয়েই কাম-ভাবনায় জর্জরিত। শকুন্তলার শারীরিক পরিস্থিতি উদ্বেগ জনক। মিলনাকাঙ্খায় অস্থির চিত্ত শকুন্তলাকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করবার চেষ্টা করছেন। শকুন্তলা প্রিয় সখীদ্বয়কে অকপটে জানিয়েছেন রাজাকে দেখবার পর থেকেই তাঁর দেহমনে বিপর্যয় ঘটেছে। তাঁর পক্ষে প্রাণধারণই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সখীদ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলার কথোপকথন অন্তরাল থেকে শোনবার পর রাজা শকুন্তলার বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হয়েছেন। ধীরে ধীরে উভয়ের সম্মতিতে পরস্পরের মিলন ঘটেছে। গৌতমী উপস্থিত হওয়ায় উভয়ের আপাতঃবিচ্ছেদ ঘটেছে।

বিদ্যাসাগর মূল নাটকটি অনুসরণ করে যথাযথ ভাবে সমগ্র বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন। অনুবাদে কোনো ঘটনাই বাদ পড়েনি। শকুন্তলা এবং দুষ্যন্তের পারস্পরিক মিলনের যে লীলা চিত্র কালিদাস এঁকেছেন বিদ্যাসাগর সেটিকে সহজ সুন্দর বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন

শকুন্তলার প্রণয় লিপি নাটকে—

তব ন জানে হৃদয়ং সম গুণঃ কামো দি বাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্ত্বত্বয়ি বৃত্তমনোবিথান্য শ্যালি।

অনুবাদে—"নির্দয়! তোমার মন আমি জানিনা, কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিনী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।" এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন তৃতীয় অঙ্কের ২৩তম শ্লোকের পর কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে প্রচলিত সংস্করণে সম্ভবত রুচির প্রশ্নেই এই অংশটুকু বর্জন করা হয়েছে। এই অংশে দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অংশটিতে উভয়ের শারিরীক নৈকট্যই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গীয় সংস্করণে এই বর্জিত অংশটুকু আছে। বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সংস্করণ অনুসরণ করেই তাঁকে অনুবাদ করেছেন। যথাসম্ভব সংযমের সঙ্গেই বিদ্যাসাগর এই অংশটুকুর অনুবাদ করেছেন। তাই প্রচলিত সংস্করণের কিছু অংশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ মেলে না। প্রচলিত সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই এই পার্থক্যটি বোঝা যাবে।

চতুর্থ অঙ্ক অনুবাদে চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তপোবনে মহর্ষি দুর্বাসার আগমন এবং (স্বামী চিন্তায়) বাহ্যজ্ঞানশূন্য-শকুন্তলাকে ঋষির অভিশাপ এই অঙ্কের প্রধান ঘটনা। এছাড়াও শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রায় করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যে অবতারণাও এই অঙ্কে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদের অসাধারণ নৈপুণ্যের উদাহরণ এই পরিচ্ছেদটি। করুণ রসের মাধুর্য সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের

Scanned with CamScanner

দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত ('সীতার বনবাস' দ্রষ্টব্য)। এই পরিচ্ছেদে শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার একটি করুণ সংবেদনশীল চিত্রপট রচনা করেছেন। ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচিত হয়েছে। তাছাড়া বিবাহিত নারীর পতিগৃহে পালনীয় কণ্বের উপদেশগুলির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করে ভারতীয় গৃহাশ্রমধর্মের স্বরূপটি তিনি উদঘাটিত করে দিয়েছেন বাঙালি পাঠকের কাছে।

চতুর্থ অঙ্কের সূচনাতেই মহর্ষি দুর্বাসার আগমন নেপথ্যে শোনা গেল 'অয়মহং ভোঃ' কিন্তু শকুন্তলা তখন রাজার চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অতিথি সেবার অবহেলায় কুপিত দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন শকুন্তলাকে।

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করলেন—"আঃ পাপীয়সিঃ তুই অতিথির অবমাননা করিলি। তুই, যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞা করিলি আমি অভিশাপ দিতেছি-স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না।"

প্রিয়ংবদা শকুন্তলার বিপদ চিন্তায় দুর্বাশার চরণে সবিনয়ে শকুন্তলার অপরাধ স্বীকার করলেন। তারপর দুর্বাসা বললেন, (অনুবাদ) 'আমি যাহা কহিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক।"

অনুসূয়া বললেন— (অনুবাদ)-সখি, এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর করা হইবেক না 'শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না।'

তপোবন প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় একাত্মতার এক অতুলনীয় বিবরণ দিয়েছেন কালিদাস তাঁর নাটকে।

যেমন—

ভো ভোঃ সন্নিহিতাপ্তপোবনতরবঃ
পাতুং ন প্রহমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদতে প্রিয় মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ ভবত্যুৎসবঃ
সেরং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম।।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ—

"হে সন্নিহিত তরুগণ, যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণ প্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।"

পতিগৃহে শকুন্তলার পালনীয় আচার ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে যে উপদেশগুলি মহামতি

Scanned with CamScanner

কণ্ব দিয়েছিলেন সেগুলির যে শাশ্বত মূল্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর সুচারুরূপে সেই অংশ টুকুর অনুবাদ করেছেন—

'আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। তুমি পতিগৃহে গিয়া; গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী ব্যবহার করিবে; পরিচারিণী দিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবেনা 'মহিলারা এ রূপ ব্যবহারিণী হইলেই, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা ফুলের কন্টক স্বরূপ।' "মহর্ষি কাশ্যপের শেষ কথাটি বড়ই মর্মস্পর্শী। তিনি বলেছেন—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগৃহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।।

অনুবাদ— "যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যাশিত হইলে লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।"

শকুন্তলা নাটকের **পঞ্চমাংশেটিকে** নাটকের চূড়ান্ত-অবস্থিতি (Climax) বলা যেতে পারে। এই গল্পে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বিবাহের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে অস্বীকার করেছেন। এই ভাবেই শকুন্তলার জীবনে দুর্বাসার অভিশাপ সক্রিয়তা লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সচেতন ভাবেই এই অংশটির অনুবাদ করেছেন তাঁর পঞ্চম পরিচ্ছেদে। অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে মূল ঘটনাগুলি একটির পর একটি সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি। নাটকীয় সংলাপের বিস্তারিত প্রসঙ্গকে সংহত করে অনুবাদে পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

এই অংশের সূচনায় রাজা দুষ্যন্ত এবং বিদূষকের কথোপকথনের প্রসঙ্গটি বিদ্যাসাগর সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তারপরেই এসেছে হংসপাদিকার সংগীত প্রসঙ্গ। হংসপাদিকার গানে রাজার চিত্তবিকারের বৃত্তান্তটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে যেমন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান
পর্যুৎসুকী ভবাতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাব স্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।।

অনুবাদ— প্রিয়জন বিরহ ব্যতিরেকে, মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছিনা। অথবা মনুষ্য, সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমনীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধকরি অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়।"

এরপর নাটকে বর্ণিত ঘটনা পরস্পর বিবরণ যথাযথ ভাবে উপস্থিত করেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে। শকুন্তলার আশঙ্কা বিদ্যাসাগরের ভাষায় সজীব হয়ে উঠেছে। যেমন—

Scanned with CamScanner

"শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন, পিসি আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন, বৎসে শঙ্কিত হইও না; পতি কুল দেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন।"

গৌতমী, শারদ্বত, শার্ঙ্গরব প্রভৃতির সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তর কথোপকথন সাবলীল ভাষায় বিদ্যাসাগর তুলে ধরেছেন।

রাজা দুষ্যন্তের নিষ্ঠুর শ্লেষ ও ব্যঙ্গ যথাযথ অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর যেমন—

তাপসবৃদ্ধে
স্ত্রীণাম শিক্ষিত পটুত্বমমানুষীণাং
সংদৃশ্যত কিমুত যা প্রতিবোধবত্যঃ।

'আয় বৃদ্ধ তাপসি। প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাব সিদ্ধাবিদ্যা শিখিতে হয় না, মানুষ ত কথা কথাই নাই, পশু পক্ষীদিগেরও, বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনা নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা গৌতমী, শারদ্বত শার্ঙ্গরব প্রভৃতির পারস্পারিক, বিতর্ক, রাজা দুষ্যন্তের হৃদয়হীন ব্যবহার সবই অত্যন্ত সুচারু রূপে অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর। রাজ পুরোহিতের নির্দেশিকা যথাযথ ভাবেই অনূদিত হয়েছে।

নাটকে —'পুরোহিতঃ— অএভবতী তাবদাপ্রসবাদ অস্মদ্ গৃহে তিষ্ঠতু। কুত ইদমুচ্যতে ইতি চেৎ—ত্বং সাধুভিরাদ্দিষ্ট পূর্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি। স চে মুনিদৌহিত্রঃস্তল্লক্ষ নোপপন্নো ভবিষ্যতি মভিনন্দ্য শুদ্ধান্ত নেনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্যয়ে তু পিতু অস্যাঃ সমীপনয়ন মবস্থিতমেব।"

অনুবাদে— পুরোহিত কহিলেন, ঋতিতনয়া প্রসবকাল পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থিত করুন। যদি বলেন, এ কথা বলেন কেন? সিদ্ধপুরুষরা কহিয়াছেন আপনার প্রথম সন্তান চক্রবর্তি লক্ষণাক্রান্ত হইবেন। যদি মুনি দৌহিত্র সেই রূপ হয়, ইঁহারে গ্রহণ করিবেন, নতুবা পিতৃসনীপ গমন স্থিরই রহিল।

উদাহরণ এড়িয়ে লাভ নেই। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ যে মূল নাটকের ভাবরস ও রস দুই সমানভাবে রক্ষা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে ঘটনা বিপরীতমুখী হয়েছে। ধীবরের কাছ থেকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পেয়েছেন রাজা দুষ্যন্ত। আর সেই সঙ্গে ফিরে পেয়েছেন তাঁর বিপুপ্ত স্মৃতি। শকুন্তলার প্রতি তিনি যে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যবহার করেছেন তার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন। বিদূষক রাজাকে শকুন্তলার সঙ্গে পুর্ণমিলনের আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে শকুন্তলার চিত্রদর্শন। শোকতপ্ত রাজার হৃদয়কে শান্ত করার জন্যই চিত্রদর্শন।

এই সময় সংবাদ এসেছে সমুদ্রে গমনাগমনকারী বণিক ধনমিত্রের মৃত্যু হয়েছে জাহাজ ডুবিতে। বণিক নিঃসন্তান। অতএব বণিকের ধনরত্ন রাজারই প্রাপ্য। কিন্তু রাজা বণিকের অযোধ্যাবাসী সন্তানসম্ভবা পত্নীর সন্তানকেই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন।

এ সময় অপুত্রক রাজার বেদনা উৎসারিত হয়েছে তাঁর হৃদয়ে। বিদূষকের আশ্বাস বাণীতেই অঙ্কের সমাপ্তি ঘটেছে।

Scanned with CamScanner

ধীবরের কাছ থেকে রাজ-অঙ্গুরীয় উদ্ধারের ঘটনার মধ্য দিয়েই ষষ্ঠঅঙ্কের সূচনা হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে সমস্ত ঘটনাটির বিবরণ একত্রিত করে উপস্থিত করেছেন। রাজ শ্যালকের প্রসঙ্গটি তিনি বাদ দিয়েছেন। নগরপাল এবং ধীবরের কথোপকথের মধ্যে দিয়ে ঘটনাটি উদঘাটিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি সংক্ষেপেই বর্ণনা করেছেন বিদ্যাসাগর। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে অঙ্গুনীয়ক প্রাপ্তির বিবরণ, অঙ্গুরীয় প্রাপ্তির পর রাজা দুষ্যন্তের মানসিক প্রতিক্রিয়া, অতীত স্মৃতিতে অবগাহন ইত্যাদি ঘটনা একাধিক চরিত্র ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সানুমতী (তিরস্করিনী বিদ্যার দ্বারা অদৃশ্য) সানুমতী শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পর রাজার মানসিক প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য এসেছিলেন। দুই চেটী কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতির কথোপকথন আছে। বাহুল্য বিবেচনায় এই বিস্তারিত অংশের অনুবাদ করেন নি বিদ্যাসাগর। অনুবাদে কাহিনীর সারাংশ তুলে ধরাই ছিল অনুবাদকের উদ্দেশ্য। অতীত স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত রাজার আক্ষেপ এবং অনুশোচনার অংশটি যথাযথ ভাবেই অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর।

নাটকের ষষ্ঠঅঙ্কটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। একাধিক চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে এই অঙ্কে। সানুমতী, বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতির পারস্পারিক সংলাপ এই অঙ্কের সিংহ ভাগ জুড়ে আছে।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে এই সংলাপ এবং চরিত্রগুলিকে বাদ দিয়েছেন। তবে চিত্র দর্শন, বণিকের মৃত্যু ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে অংশটি অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর। নিঃসন্তান রাজা দুষ্যন্তের উত্তরাধিকার চিন্তাটি সার্থক ভাষান্তর করেছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর অনুবাদ—

"নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নাম লোপ হইল, বংশ লোপ হইল এবং বহু যত্নে, বহু কষ্টে, বহুকালে উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে।"

রাজা দুষ্যন্তের চিত্রদর্শনের প্রসঙ্গটিও তাঁর অনুবাদে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছেন বিদ্যাসাগর।

এ কথা বলা যায়, নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের মূল বিষয়গুলিকেই বিদ্যাসাগর প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর অনুবাদে। ফলে অনুবাদে একটি সংহত এবং পরিচ্ছন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলন এবং নাটকের শুভ মিলনান্তক সমাপ্তি। এই অঙ্কটিতে নাটকীয়তাও আছে যথেষ্ট। নাট্যকার কালিদাস অভিশাপ-বিচ্ছিন্ন দুটি নরনারীর মিলনের জন্য যথেষ্ট নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। রাজা দুষ্যন্ত মারীচের তপোবনে নিজ পুত্রের সাক্ষাত পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই বালকের হাতে রাজ চক্রবর্তীর লক্ষণ দেখেছেন। বালকটির তেজ ও বীর্য অসাধারণ। পুত্রকে উপলক্ষ্য করেই তপস্বিনী শকুন্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাত ঘটেছে। অভিশাপের কালো মেঘ অপসারিত হওয়ায় সূর্যস্নাত হৃদয়ে শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের মিলন ঘটেছে। উভয়েই মহর্ষি মরীচের আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে ঘটনা পরম্পরা সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথম অংশে দুষ্যন্তের সঙ্গে মাতলির কথোপকথন সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। যাত্রাপথে রাজা পশ্চিমে স্বর্ণময় বিস্তৃত পর্বত দেখতে পেয়ে মাতলিকে ঐ পর্বতটির নাম জানতে চান। উত্তরে মাতলি বলেন—

Scanned with CamScanner

"মহারাজ, ও হেমকুট পর্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি; তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবন কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন।"

সিংহশাবক ক্রীড়ারত বালককে দেখে রাজা দুষ্যন্তের হৃদয় স্নেহরস পরিপূর্ণ হয়েছে—

"এই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহরস পরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে, মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয় এই শিশুকে দেখিয়া, আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন?"

নাটকে ধীরে ধীরে বালকটির বংশ পরিচয় ও পিতৃপরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমস্ত বিষয়টি সংক্ষেপে একত্রিত করেছেন। কিন্তু মূল বক্তব্যটি যথাযথ আছে।

নাটকে বালকের মনিবন্ধে একটি রক্ষা কবচের কথা আছে। ঐ রক্ষা কবচটি তার মনিবন্ধ থেকে পড়ে যায়। ঐ রক্ষা কবচটি একমাত্র পিতামাতা ছাড়া কেউ তুলতে পারবে না-তুলতে ঐ কবচ সর্প হয়ে তাঁকে দংশন করবে। দুষ্যন্ত কবচটি মাটি থেকে তোলেন কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। এইভাবে নাট্যকার দুষ্যন্তের পিতৃ পরিচয়ের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে এই প্রসঙ্গটি বাদ দিয়েছেন। মনে হয় প্রসঙ্গটি থাকলে ভালোই হত।

নাটকের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

শকুন্তলা—(নামমুদ্রাং দৃষ্টা) আর্যপুত্র ইদং তে অঙ্গুলীয় কর।

রাজা—অস্মাদঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ খলু স্মৃতিরূপ লব্ধা।

শকুন্তলা—বিযমং কৃতংখলু অনেন যৎ তদা আর্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে দুর্লভমআসীৎ।

রাজা—তেনহি ঋততুসমবায় চিহ্ন প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম।

শকুন্তলা—ন অস্য বিশ্বসেমি। আর্যপুত্র এব এনংৎ ধারয়তু।

অনুবাদ—শকুন্তলা কহিলেন, আর্যপুত্র। আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই; ওই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুরীতেই থাক।

নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পারস্পারিক পরিচয়ের পর তাঁরা মহর্ষি মারীচের কাছে গিয়েছিলেন আশীর্বাদের জন্য। কিন্তু অনুবাদে বিদ্যাসাগর মারীচের নাম উল্লেখ করেন নি। মারীচের পরিবর্তে তিনি কশ্যপ নামটি ব্যবহার করেছেন—'রাজা শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যবহারে কশ্যপের নিকট গেলেন।'

নাটকে মারীচ বলেছিলেন "তোমার বংশে প্রতিষ্ঠার কারণ এই পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে। বালকটি সর্বদমন নামকরণ করেছিলেন মহর্ষি মারীচ।

ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
পুণ্যর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ।।

অনুবাদে এই নামকরণ প্রসঙ্গটি নেই।

যাইহোক অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সচেতন শিল্পী মনের পরিচয় দিতে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

Scanned with CamScanner